সমিতির প্রথম কার্যালয়-রাস্তার পার্শ্বে মাটির ঘর

বর্তমানে সমিতির যে কার্যালয় রয়েছে, তার উত্তর পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়ালের বাইরে, রাস্তার উত্তর পাশে পশ্চিম-দক্ষিণ কোনে লরেন্স ক্রুশদের জমিতে মাটির দেওয়াল দেয়া একটি টিনের ঘর ছিল, যা সমিতির কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অনুমান করা হয় যে ঘরটি তৈরী হয়েছিল সমিতির টাকায় (প্রয়াত টমাস রোজারিও দাবী করতেন যে, ঐ ঘর তিনি সমিতির কালেশনের জন্য নিজের টাকায় তৈরী করেছিলেন)। ঘরটি ছিল দক্ষিণ মুখী। এটি বড় বারান্দা ও কাঠের দরজা জানালা ওয়ালা একটি মাটির ঘর। ধূলা ও ময়লায় ভরা থাকতো ঘরটি। প্রতি রবিবার মীসা করার পর তৎকালীন কর্মকর্তাগন নিজেরাই এ ধূলাবালি ঝাঁড় দিতেন, সভা ও কালেকশন করতেন এবং সমিতির কার্যক্রম চালাতেন। পরবর্তীতে সমিতি ও সদস্যদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সমিতির কর্মকর্তাগন সমিতির কার্যালয় ও কালেকশন-এর স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির কার্যালয় স্থানান্তরের ফলে অযত্ন আর অবহেলায় সমিতির ঘরটি নষ্ট হতে থাকে এবং এক সময় প্রয়াত টমাস রোজারিও সেই ঘরটি বিক্রি করে টাকা নিজে নিয়ে নেন।

সমিতির দ্বিতীয় কার্যালয়-বাঁশের বেড়া দেওয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

সমিতির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সমিতির কার্য়ালয় বাইরে থেকে ভিতরে স্থানান্তর করা হয় মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখানে দীর্ঘ দিন সমিতির কার্যকম চালানো হয়। পরবর্তী সময়ে সমিতির অধিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সমিতির কার্যালয় সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পৌলের কার্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়।

সমিতির তৃতীয় কার্যালয়-সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পৌল সমিতি

সমিতি ও সদস্যদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সমিতির কর্মকর্তাগন সমিতির কার্যালয় ও কালেকশন-এর স্থান পরিবর্তন করে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করেন ফাদার বাড়ীর ভিতর সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পৌলের অফিস ঘরে।
সেখানে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পৌল সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে ভাগাভাগি করে সমিতির কার্যক্রম অত্যন্ত কষ্ট করে চালাতে হয়েছে। তবুও হাল ছাড়েননি তারা। তারা দিনের পর দিন ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। সেখানে জায়গা ও সংরক্ষনের অভাবে নষ্ট হয়েছে আমাদের সমিতির অনেক মূল্যবান ফাইল ও নথি-পত্র। জুবিলী হাউজ না হওয়া পর্যন্ত সেই সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পৌলের কার্যালয়েই চলে সমিতির কার্যক্রম।

সমিতির ক্রান্তিকাল

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের হাত ধরে সমিতি যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল যৌবনের পথে, ঠিক তখনই কর্ম ব্যস্থতায়, জীবনের তাগিয়ে অবচেতন ভাবেই অমনোযোগী হয়ে পড়েন এ সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যগন। ফলে অগ্রগতির ধারা কিছুটা স্লথ হয়ে পড়ে। সমিতিতে কিছুটা আর্থিক সংকট দেখা দেয়। সদস্যদের মাঝে চাহিদা মত প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন ক্রান্তি কালে সমিতির আর্থিক সঙ্কটা কাটানোর জন্য সমিতির তৎকালীন কর্মকর্তাগন ধানের ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। প্রথম দিকে ভালই চলছিল এ ব্যবসা। প্রায় ২৫০ মন ধান কেনা বেঁচার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ ব্যবসা। পরবর্তীতে ধানের আরেকটি চালান আনতে গিয়ে ধান বোঝাই নৌকা বিলের মাঝে ডুবে যায়। সে ধান আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফলে সমিতি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে এবং ক্ষতির পরিমান তৎকালীন টাকায় প্রায় ২৫০০০ হাজার টাকা। এ সংকট আর কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। থেমে যায় সমিতির অগ্রতির চাঁকা। কর্মকর্তা ও সদস্যদের মাঝে দেখা দেয় হতাশা। এ সময় কর্ম-চাঞ্চল্য স্থবির হয়ে যায় এবং সমিতির কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এ সময় কালেকশন কমে যায়, সদস্যদের মাঝে ঋণ দেয়া প্রায় বন্ধই হয়ে পড়ে। সমিতি একটি পকেট সমিতিতে পরিনত হয়। এমনো শোনা যায় এবং তথ্য পাওয়া যায় যে, এসময়ে সমিতির হিসাবপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষিত হচ্ছিল না। কেউ ঋণ চাইলে ঋণ ফরম পূরণ করে ঋণের জন্য আবেদন করলে, ঋণ আবেদনপত্র জমা রেখে কর্মকর্তাদের পটেক থেকে টাকা দিয়ে ঋণ দেয়া হতো। তখন সমিতির টাকার আর নিজের টাকা এক হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে সমিতি হাজার হাজার টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কথিত আছে তৎকালীন অনেক কর্মকর্তা সমিতির টাকায় জমি কিনেছেন, কিনেছেন